সম্পর্ক

(ভালোবাসা, বিয়ে ও যৌনতা বিষয়ে সুন্নাহ নির্ধারিত সতর্কতা ও সীমা)

মূল : মুসলিম ম্যাটার্স
অনুবাদ : মিজান রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

মুসলিম মানসে যৌনতা নিয়ে এক ধরনের লুকোচুরি খেলা করে। রক্ষণশীলতার সীমা অনেক সময় এতটা চূড়ায় পৌঁছে যায়, যেখানে বৈধতাও গোপনীয়তার চাদরে আবৃত হয়। নিঃসন্দেহে আমাদের দ্বীন যৌনজীবন নিয়ে সুস্পষ্ট সীমা-পরিসীমা এঁকে দিয়েছে। তবে একজন মুসলমান মানবজীবনের এই অপরিহার্য অনুষঙ্গ নিয়ে অবশ্যই সচেতনভাবে ওয়াকিবহাল থাকবেন। আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য কিছু ট্যাবু তৈরি করেছি।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিয়ে, যৌনজীবন নিয়ে কিছু মানুষ ফ্যান্টাসির মধ্যে থাকি, আর কিছু মানুষ উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর জুলুমের মধ্যে থাকি। দুটোর ভারসাম্য খুব দরকার। ইদানীং মুসলিম দুনিয়াতেও অবৈধ যৌনাচারের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। সমকামিতা, পরকীয়া, অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের উত্তাল ঢেউ মুসলিম সমাজেও আছড়ে পড়ছে। চারদিকে এক অস্থির পরিবেশ, গুমোট অবস্থা।

উত্তোরণের পথ কী?

নীরবতাই সমাধান? গোপনীয়তাই মুক্তি? বালুর নিচে মুখ খুঁজে থাকলেই কি ঘূর্ণিঝড় থেমে যায়? আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে, আলাপ করতে হবে। সমস্যার সূচনাবিন্দু আবিষ্কার করতে হবে। পৃথিবীর কোনো সংকটই সমাধানের ঊর্ধ্বে নয়।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামি অনলাইন ম্যাগাজিন ‘মুসলিম ম্যাটারস’ চলমান যৌন সংকট নিয়ে ‘সেক্স ম্যাটারস’ নামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। কন্টেন্টের গুরুত্ব বিবেচনায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স তা বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তরুণ অনুবাদক জনাব মিজান রহমান-এর প্রতি গার্ডিয়ান পরিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। গ্রন্থটিতে অপ্রিয় কিছু সত্য সামনে এসেছে; পাঠকদের খোলা মন নিয়ে অধ্যয়নের অনুরোধ করছি। কোনো যৌক্তিক সমালোচনা থাকলে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি।

আমাদের দ্বীন সব সংকটের সমাধান—এই বোধ ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হোক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২২ জুলাই, ২০২০

অনুবাদকের কথা

যখন গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স আমাকে 'সেক্স ম্যাটার্স' নামের বিয়ে, ভালোবাসা এবং যৌন সম্পর্কবিষয়ক পিডিএফ বইটি অনুবাদের জন্য দেন, তখন কেবল চীনে করোনার প্রকোপ চলছে। বৈশ্বিকভাবে কিংবা বাংলাদেশে তখনও করোনার প্রকোপ শুরু হয়নি। আর যখন অনুবাদ কাজ শেষ হলো, তখন করোনা ভাইরাসের ফলে পুরো পৃথিবীই চলে গেছে আইসোলেশনে। যাবতীয় শুকরিয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য; যিনি এই কঠিন সময়ে বর্তমান বিশ্বের স্বনামধন্য কয়েকজন ইসলামি চিন্তাবিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা ভাষান্তর করার সুযোগ করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের জীবন পরিচালনার পাথেয়, ঐশী সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত যাঁর পবিত্র সুন্নাহ, সেই প্রিয়তম নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম।

এই বইতে যাদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই অত্যন্ত সুপরিচিত। উস্তাদ নোমান আলী খান, শায়খ ড. আকরাম নদভি, ড. ইয়াসির ক্বাদি, ইমাম উমর সুলাইমান নামগুলো সকলের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। এ ছাড়া কয়েকজন লেখকের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা প্রথম দলের মতো জনপ্রিয় না হলেও নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। উল্লেখিত প্রত্যেকেই তাঁদের লেখনির মাধ্যমে সম্পর্কজনিত নানা হতাশা এবং অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য দিয়েছেন সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াই!

এই বইয়ের নিবন্ধগুলো অনুবাদ করতে গিয়ে আমি একেকটা নিবন্ধ পাঠে একেকভাবে মুগ্ধ হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, ড. ইয়াসির ক্বাদির 'জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে যৌনতা বিষয়ে প্রজ্ঞা' নিবন্ধটি অনুবাদ করতে গিয়ে ভেবেছি, সুবহানাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবিগণের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে কতটা খোলামেলা ছিলেন! সমকামিতা বিষয়ে ব্রাদার ইউসুফের লেখা 'একজন সমকামী মুসলিমের কথা...' অনুবাদ করতে গিয়ে নতুন চিন্তার খোরাক পেয়েছি। 'নারীর যৌনতৃপ্তি বিষয়ে ইসলামি চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক উস্তাদ মুখতারের নিবন্ধ অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, প্রত্যেক পাঠক এই নিবন্ধ পড়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ বিষয়ে জানতে পারবেন। সব নিবন্ধ বিষয়ে এখানে বলা সম্ভব নয়, তবে একটি নিবন্ধ বিষয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা জরুরি মনে করি। যেকোনো ব্যক্তির শৈশবের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা যৌবনে নানামুখী সংকট তৈরি করে। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'দায়ী করা যায়' বাবা-মায়ের অজ্ঞতাকে। সন্তানের সঠিক যৌন শিক্ষার জন্য করণীয় বিষয়ে এই বইয়ে স্থান পাওয়া ড. আহমেদ আদমের 'মুসলিম তরুণ-তরুণীদের যৌনতাবিষয়ক সমস্যায় পিতা-মাতার করণীয়' লেখাটি প্রত্যেক বাবা-মার জন্য অবশ্যপাঠ্য বলে মনে হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ! এই বই পাঠকের সম্পর্কবিষয়ক যেকোনো জটিলতা নিরসনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে–তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সম্পর্ক উদ্ভাসিত হোক সুন্নাহর আলোকে। আমিন!

মিজান রহমান
জুলাই/২০২০, পঞ্চগড়।

সূচিপত্র

সম্পাদকের চিঠি	১১
ভালোবাসার সুন্নাহ	১৩
বিয়ে : দশ বছরে দশ অনুভূতি	২০
রক্তমাখা বিছানা চাদর	৩০
যৌন আকর্ষণহীন মুসলিম বিবাহ	৩৪
জাবির (রা.)-এর হাদিসে যৌনতার বিষয়ে প্রজ্ঞা	৩৯
যৌন আকাঙ্ক্ষা	৪৭
হস্তমৈথুন থেকে মুক্তি	৫৪
মুসলিম জনগোষ্ঠীতে যৌন আসক্তি	৫৮
একজন সমকামী মুসলিমের কথা	৬২
মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরকীয়া ও মিথ্যা অপবাদ	৭৮
গোপন বিয়ে	৮৩
দ্বিতীয় সম্পর্কের টান	৮৮
যৌনতাবিষয়ক সমস্যায় পিতা-মাতার করণীয়	৯৭
নারীর যৌনতৃপ্তি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	১০৭
পারিবারিক সম্মতির বিয়ে	১১৬

ভালোবাসার সুন্নাহ

আমি প্রায়ই বিবাহিত যুগলদের থেকে কিছু ইমেইল পাই। তারা ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস এবং অসৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইমেইল পাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। উত্তর দেওয়ার সময় বলে দিই–ভার্চুয়াল দূরত্বের মধ্যে কোনো সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিতে আমি সাধারণত আগ্রহ বোধ করি না। কারণ, এটা অনেকটা একপাক্ষিক ব্যাপার হয়ে যায়, মুদ্রার উলটো পিঠ দেখা যায় না। চারদিকে আনুগত্যহীনতা, সহিংসতা এবং ঔদ্ধত্যের লোমহর্ষক সব গল্প। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য–সর্বত্রই এখন মুসলিম জনগোষ্ঠী পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমুখী চাপের সম্মুখীন। এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর কোনো ক্ষেত্রে নেই।

পরিসংখ্যানের তথ্য খুবই ভয়াবহ। ইমামগণের কাউন্সিলিং পদ্ধতিতে রয়েছে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ঘাটতি। মসজিদগুলোকে রাখা হয়েছে চাপের মুখে। ইসলামি ঘরানার বিবাহবিষয়ক কাউন্সিলরগণ এখনও ব্যাপক পরিচিতি পাননি। হাতে গোনা যারা পরিচিতি পেয়েছেন, তাদের পেশাদারিত্বেও রয়েছে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসহীনতা।

বিবাহবিষয়ক পারিবারিক সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে–দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসার সুন্নাহ এবং নারীর প্রতি পুরুষের মমত্ববোধ হয় উপেক্ষিত থেকে গেছে, নয়তো লোপ পেয়েছে। যেখানে রাসূল (সা.) এবং তাঁর মহান সাহাবাগণের জীবন সম্পূর্ণ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দিয়ে ভরা, সেখানে আমরা কেবল মুখে মুখেই সত্যিকারের ভালোবাসার কথা বলে গেছি। কিন্তু মহান ব্যক্তিদের জীবনে পারস্পরিক ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করার অসাধারণ দৃষ্টান্ত, তাঁদের বীরত্ব, আনুগত্যের দৃষ্টান্ত, ত্যাগ সর্বোপরি ভালোবাসার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে আমরা উপেক্ষা করে গেছি।

সত্যিকারের ভালোবাসা

ভালোবাসার আরবি প্রতিশব্দ ‘(حب) হুব।’ এই শব্দটি এসেছে মূল আরবি শব্দ ‘হাব’ বা ‘বীজ’ থেকে। শব্দ দুটির অর্থের প্রকৃতি একই রকম। একটি বীজ আক্ষরিক কিংবা আলংকারিক অর্থে ভালোবাসা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা আসে সেই বীজ থেকে–যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

ভালোবাসা শুরু হয় একটি ক্ষুদ্র কণা বা একটি বীজ থেকে; যা গেঁথে দেওয়া হয়েছে তুমুল আগ্রহী হৃদয়ের ভাঁজের গভীরে। যে বীজ ধারণ করে অপূর্ব সৌন্দর্য। যে বীজে রয়েছে একটি হৃদয়কে সতেজ রাখার মতো পুষ্টিকর উপাদান, চমকপ্রদ স্বাদ, মূল্যবান ভোগ্যপণ্যের মতো সুস্বাদু, আশ্রয় দেওয়ার মতো ছায়া, পুনরুত্থানের শক্তি; যে বীজ সারিয়ে তোলে দীর্ঘলালিত বেদনা।

একবার আল্লাহর রাসূল (সা.) আমর ইবনে আস (রা.)-কে কোনো এক যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বাছাই করলেন। সাহাবিগণের মধ্যে তাঁর চেয়ে আরও অনেক যোগ্য লোকই হয়তো ছিলেন, তারপরও রাসূল (সা.) তাঁকেই বাছাই করেছিলেন। এজন্য তিনি গর্ববোধ করলেন। তিনি সাহাবাগণের একটা সমাবেশে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?' আমর (রা.) ভেবেছিলেন, রাসূল (সা.) হয়তো তাঁর (আমর রা.-এর) নাম বলবেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-এর নাম বললেন। আমর (রা.) তাঁর সেই প্রশ্ন দিয়ে কী ইঙ্গিত করেছিলেন, সে বিষয়ে রাসূল (সা.)-কে ব্যাখ্যা দিলেন। আমর (রা.) বুঝিয়ে বললেন–স্ত্রীদের মধ্যে নয়; সাহাবাগণের মধ্যে তিনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। রাসূল (সা.) দ্বিতীয়বার জবাবে বললেন–'তাঁর পিতাকে।' অর্থাৎ আয়িশা (রা.)-এর পিতা হজরত আবু বকর (রা.)-কে। আয়েশা (রা.)-এর পিতা হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে উত্তম বন্ধু ও সঙ্গী। কিন্তু তিনি সরাসরি হজরত আবু বকর (রা.)-এর নাম না বলে বললেন, 'তাঁর পিতাকে।' কারণ, তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, আয়িশা (রা.) তখনও তাঁর হৃদয়েই আছেন।

ভালোবাসার সুন্নাহ

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়িশা (রা.)–রাসূল (সা.) যাকে ভালোবেসে ডাকতেন 'হুমায়রা বা গোলাপি চিবুকের নারী'। তিনি যেমন রাসূল (সা.) থেকে ভালোবাসা পেয়েছিলেন, তেমনি তিনিও রাসূল (সা.)-কে অকাতরে ভালোবেসেছিলেন।

ভালোবাসার সুন্নাহ কোনো খেয়ালি বা অদ্ভুত বিষয় নয়। অথবা ভালোবাসা আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কাড়ি কাড়ি টাকায় মোড়ানো সুখের গল্প কিংবা তথাকথিত সাহিত্য বা তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এখানে নেকড়ের সঙ্গে নেই কোনো রক্তলোলুপের লড়াই। এখানে নেই বিপরীতমুখী স্বভাব কিংবা শঠতা। এই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার ওপর। এই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আসমানি শর্তের আলোকে এবং প্রশান্তি, বিশ্বাস ও মানসিক সুখের ভিত্তির ওপর।

বিস্তর সমস্যা, ময়লা তোয়ালে, প্রচুর কাজের চাপ, অফুরন্ত বাজারের তালিকার মাঝে সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে এই ভালোবাসা প্রস্ফুটিত হয়। যখন ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন দরজায় দাঁড়িয়ে আপনার স্ত্রীর চাহনিও ভালোবাসার নিদর্শন। বাইরে আছেন? আপনার সারাদিনের কাজকর্ম কেমন যাচ্ছে জানতে চেয়ে স্ত্রীর একটি ছোট্ট ফোনকলও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

কিংবা ঘরে ফেরার পথে মুদির দোকানের একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু আনতে বলে ক্ষুদে বার্তা, সেই বার্তার সঙ্গে ‘I Love you’ বাক্য জুড়ে দেওয়া–সবই ভালোবাসার নিদর্শন।

আয়িশা (রা.) এবং রাসূল (সা.) ভালোবাসা প্রকাশে পরস্পর এমন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতেন, যা কেউ বুঝতে পারত না। একবার আয়িশা (রা.) রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সা.) তাঁকে কেমন ভালোবাসেন। রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, ‘একটি শক্ত গিঁটের মতো। এমন গিঁট তা যতই টানা হয়, সেটির বাঁধন ততই শক্ত হয়।’

আয়িশা (রা.) প্রায়ই ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করতেন, ‘গিঁটের কী খবর?’ রাসূল (সা.) উত্তর দিতেন–‘প্রথম দিনের মতোই শক্ত আছে।’ সুবহানাল্লাহ!

অথচ আমি বিস্মিত হই, আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কী হয়েছে? কেন নিজের স্ত্রীকে সরাসরি ভালোবাসি বলতে এত কষ্ট হয়? কেন স্ত্রীর সুনাম করাটাকে এত তুচ্ছ ভাবা হয়?

যেখানে আমাদের নবিজি (সা.) নামাজের জন্য বের হলেও স্ত্রীকে চুম্বন করে যেতেন, সেখানে আমাদের জনগোষ্ঠীর কী হলো যে তারা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটা মুচকি হাসিও দিতে কষ্টবোধ করে?

ঠিক কবে থেকে নেতৃত্ব ও ব্যস্ততা বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল? যেখানে আমাদের রাসূল (সা.) নিজের ছিঁড়ে যাওয়া কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, বাড়ির কাজ নিজেই দেখাশোনা করতেন; সেখানে আমাদের ভাইদের কী হলো যে স্ত্রী অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিজের খাবার প্লেটটাও একটু সরিয়ে রাখতে পারে না?

স্ত্রীদের দ্বারা খারাপ গন্ধের বানানো অভিযোগের কারণে রাসূল (সা.) দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাওয়া নিজের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে তা ছিল হালাল, উপরন্তু নিজ থেকে হারাম করার জন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-কে সতর্ক করে ওহি নাজিল করেন–

> ‘কারণ, তুমি চাও তোমার স্ত্রীদের খুশি করতে।’ সূরা তাহরিম : ১

অথচ আমাদের জনগোষ্ঠীর অনেকেই এখন পর্যন্ত স্ত্রীকে তার ন্যায্য অধিকারটুকুই দিচ্ছে না।

রাসূল (সা.) তিন দিনের বেশি কারও সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন; অথচ আমাদের ভাইয়েরা কীভাবে কাজের জন্য বাহিরে গিয়ে সঙ্গিনীকে উদ্বিগ্নতার মধ্যে রাখেন। ছোট্ট বিষয়ে তুমুল ঝগড়া করে বিষণ্নতা, বিচ্ছিন্নতা আর হতাশাকে সপ্তাহ পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যান!

যেখানে রাসূল (সা.) অন্যের বাড়িতে গিয়ে বাড়িওয়ালার অনুমতি ব্যতীত নামাজের ইমামতিও নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেখানে আমাদের ভাইয়েরা অন্যদের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অব্যাহত দ্বন্দ্ব এবং নেতিবাচক সমালোচনা করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যান, যেন তিনি একজন মহান সম্রাট!

যেখানে রাসূল (সা.) স্ত্রীর হারানো পুঁতির মালা খুঁজতে শুষ্ক-মরুভূমিতে সমস্ত সেনাদলকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে কীভাবে অনেকেই স্ত্রীর এতটুকু প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেন?

ইসলাম শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি অজুর পানি না পাওয়া যায়, তবে তায়াম্মুম করতে হবে। অথচ আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয় না, পানির অভাবে তায়াম্মুমের অনুমতি কিংবা তায়াম্মুমের আইনি ভিত্তি ওই হারিয়ে যাওয়া পুঁতির মালার ঘটনা থেকেই। বরং বলা যায়, বাল্যকালে এই ঘটনা আমাদের থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিল।

আমাদের কখনো বলা হয়নি, আয়িশা (রা.)-এর প্রতি রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা পানিশূন্য এক বিরান ভূমিতে একদল সৈন্যকে রাত যাপন করতে বাধ্য করেছিল। আয়িশা (রা.)-এর পিতা আবু বকর (রা.) হারিয়ে যাওয়া গলার হারের মতো তুচ্ছ বস্তুর কথা রাসূল (সা.)-কে বলার জন্য তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

অথচ আমাদের বলা হয়নি, কীভাবে আরব মরুভূমির মতো বিশাল মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া গলার হার খোঁজার জন্য রাসূল (সা.) সমস্ত সৈন্যকে থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা কেবল আয়িশা (রা.)-এর জন্যই। আমাদের হয়তো সে তথ্য দেওয়া হয়নি, কীভাবে এ রকম একটা ঘটনায় ওহি নাজিলের মাধ্যমে সাহাবিগণের মধ্যে একটি আনন্দ উদ্‌যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুন্নাহকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা এবং জীবনের সার্বিক পর্যায়ে সুন্নাহ অনুসরণের শিক্ষা না দেওয়ার দায় বর্তায় তাদেরই ওপর, যারা ধর্মশিক্ষার কাজে নিয়োজিত।

কাছেরটা দেখুন, এটাই ভালোবাসার সুন্নাহ

আমরা জানি, রাসূল (সা.) নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন। যা জানি না, তা হলো–একবার তিনি হজরত আয়িশা (রা.)-এর সঙ্গে বসে জুতা সেলাই করছিলেন। আয়িশা (রা.) রাসূল (সা.)-এর রহমতপূর্ণ কপালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের কণা। আয়িশা (রা.) দীর্ঘক্ষণ সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন; যতক্ষণ না রাসূল (সা.) দেখে ফেলেন।

যখন রাসূল (সা.) বুঝতে পারলেন, তখন বললেন–'কী ব্যাপার?' তিনি জবাব দিলেন, 'যদি কবি আবু বুকাইর আল হুসালি আপনাকে দেখতেন, তাহলে তিনি জানতে পারতেন, তাঁর কবিতা কেবল আপনাকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন।' রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন–'সে কী লিখেছে?'

তিনি উত্তর দিলেন–

> 'যদি তুমি উদ্ভাসিত চাঁদের দিকে তাকাও, দেখবে সেটি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর আলোকিত করছে জগতের সবকিছু, সবার চোখকে!'

সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (সা.) আয়িশার (রা.) দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর দুচোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন এবং বললেন–

> ‘আল্লাহর কসম! হে আয়িশা! তুমিও আমার কাছে সেই চাঁদের মতোই অথবা তার চেয়েও বেশি কিছু।’

ভালোবাসার আরও কিছু সুন্নাহ

ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই আলি (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর জীবনাচরণের সার্বক্ষণিক সাক্ষী। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার সাক্ষী।

রাসূল (সা.) একবার আলি (রা.)-কে এক সফরে পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন পর আলি (রা.) সফর থেকে বাড়ি ফিরে আরক (বৈজ্ঞানিক নাম : সালভাদোরা পার্সিকা) গাছের ছোটো ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতে করতে স্ত্রী ফাতিমা (রা.)-কে খুঁজছিলেন। তিনি ফাতিমা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর প্রিয় কবিতা আবৃতি করছিলেন–

‘তুমি বড়ো সৌভাগ্যবান হে ক্ষুদ্র আরক গাছের ডাল,
তুমি আমাকে আলিঙ্গনে ভয় পাচ্ছো না!
তুমি না হয়ে যদি অন্য কিছু হতো হে মেসওয়াক!
আমি তোমাকে খুন করতাম!
তুমি ছাড়া আর কারও সৌভাগ্য হয়নি আমাকে আলিঙ্গনের।’

কবিতা পাঠের সময় আলি (রা.)-এর মনে এক অন্য রকম আনন্দের অনুভূতি কাজ করছিল। এই কবিতা মূলত কোন আনন্দের কারণে আবৃতি করছিলেন? ওই দিন কিন্তু বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য ছিল না। বিশেষ কোনো পশুর লোম বিক্রয়জাতকরণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের তাড়াও ছিল না। আবার জনপ্রিয়তা লাভের জন্য জনগণকে সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে যেমন কিছু মানুষের অভিব্যক্তি থাকে, এটি তেমন কোনো অভিব্যক্তিও ছিল না। কেবল আলি (রা.) কয়েকদিনের সফর শেষে বাড়ি ফিরেছিলেন। এখানে তিনি যে শ্রেষ্ঠ অর্জনটিকে স্মরণ করেছিলেন, সেই অর্জন একজন স্ত্রী; যার উপস্থিতি তাঁর মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়, যেকোনো মানুষই যা পেতে চায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন–‘এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব বস্তুই মূল্যবান, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান হলো একজন গুণবতী নারী।’

গুণবতী মানে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা সমৃদ্ধ আনুগত্য কিংবা ভক্তি নয়। বরং একদিন রাসূল (সা.) হজরত উমর (রা.)-কে বলছিলেন–‘আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, এই পৃথিবীতে একজন মানুষের অর্জিত সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু কি? সেটি হলো একজন গুণবতী স্ত্রী; যার দিকে তাকালে তোমার হৃদয়-মন আনন্দে ভরে যায়।’

এটা প্রথম দেখায় ভালোবাসা নয়; বরং যতই তাকাবে এই ভালোবাসা ততই বৃদ্ধি পাবে–এমন ভালোবাসা।

আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীর দম্পতিদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও মমত্ববোধ আরও বৃদ্ধি পাক। রাসূলের (সা.) প্রিয় উম্মতের মাঝে ভালোবাসা ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক। আল্লাহ তায়ালার ঐশী ভালোবাসা ভরিয়ে তুলুক সবার জীবন। আল্লাহকে ভালোবাসেন–এমন সবার জীবনে আসুক আল্লাহর ভালোবাসা। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায়–আমাদের এমন কাজে নিয়োজিত হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

(শাইখ ইয়াহিয়া ইবরাহিম আধ্যাত্মিকতা এবং কুরআন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি হেজাজ ও মিশর থেকে তাফসির, ফিকহ এবং হাদিস বিষয়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণের কাছে পড়াশোনা করেছেন।

পারিবারিক কলহ, নারীবিদ্বেষ, লিঙ্গবৈষম্য, সন্তান প্রতিপালন, প্রতিবন্ধকতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ‘ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান মাল্টিকালচারাল কমিউনিটি সার্ভিস-অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন।

শাইখ ইয়াহিয়া ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং কার্টিন ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি স্কলার হিসেবে ইসলামিক ইথিকস অ্যান্ড থিওলজি পড়াচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি আল-কাউসার ইন্সটিটিউটের সঙ্গেও সম্পৃক্ত আছেন।)